সন্ত্রাসের দর্পে মুম্বাই মহানগর রক্তাক্ত কেন?

সোনা কান্তি বড়ুয়া

বিশ্ববাসী সহ "সারা জাঁহা সে আচ্ছা হে হিন্দুস্থান হামারা" এর জনতা টিভি পর্দায় মুম্বাই মহানগরের দশ জায়গায় আগুন জ্বলার সংবাদ দেখেছেন বিগত কয়েকদিন ধরে। অহিংসা চর্চার মাধ্যমে মনের আগুন (১৯৪৭ থেকে ২০০৮) না নিভলে বাইরের আগুন কোন কালে ও নিভবে না। ক্রোধের আগুনে ভারত ও পাকিস্তান ধ্বংস না হয়ে বিশ্বমৈত্রীর মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে সকল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। সন্ত্রাসবাদই পাকিস্তান বা বিশ্ব অবনতির মূল কারন। আসল সমস্যা সমাধানে দুইদেশের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব বজায় রাখতে হবে। নয়তো উভয় দেশকে ধর্মের ঠিকাদারগণ গলা টিপে হত্যা করবে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির কারনে হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক কবর রচনা করতে করতে উভয় দেশে খালি জায়গা আর অবশিষ্ঠ থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা "ঘবে বাইরে" উপন্যাস, কবি নজরুল ইসলামের লেখা "শ্যামা সঙ্গীত" এবং দার্শনিক আল্লামা ইকবালের লেখা "সারা জাঁহা সে আচ্ছা হে হিন্দুস্থান হামারা" কি আমাদের হিন্দু - মুসলমান সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ বন্ধ করতে পেরেছে? মনে সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বালিয়ে রেখে উপমহাদেশের বিভাজন ও স্বাধীনতায় দেশবাসীর কোন মঙ্গল সাধিত হয়নি।

পবিত্র কোরান শরীফের "আশরাফুল মাখলুকাতের" অপাপবিদ্ধ দৃষ্ঠিতে মুসলমান না হওয়া কি মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ? ইসলাম ধর্মের আগে পৃথিবীতে আর ও ধর্ম ছিল এবং আছে। একমাত্র ইসলামই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হলে, অমুসলমানদের মানবাধিকার ইসলামিক সন্ত্রাসীরা মানবে না কেন? "আপনাকে বড় বলে, বড় সে নয়, লোকে যারে বড় বলে, বড় সে হয়।" রাগ দ্বেষ মোহ জয় করে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ হতে হয়। সন্ত্রাসীদের দর্পে বিশ্বশান্তিময় ইসলাম ধর্মের মানবতা খর্ব হল কেন? কারবালা যুদ্ধের পর মুসলমানদের মধ্যে শিয়া সুন্নীর রক্তাক্ত ইতিকথা ভুলে যাবার কথা নয়। সন্ত্রাসীদের কোন ধর্ম নেই। সন্ত্রাসী মুসলমানগণ আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও। অমুসলমানের মিশরের পিরামিডকে সুন্নত করার উপায় না জেনে আফগানিস্তানের বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করলে ইসলামের উন্নতি হয় কি? মিশরের পিরামিড বিরাজমান অথচ আফগানিস্তানের বামিয়ান পর্বত মালায় বুদ্ধমূর্তির দোষ কি? পারসী (পারস্য বা ইরানের ভাষা) ভাষা হালাল হলে বাংলাভাষা ইসলাম ধর্ম অনুসারে পাকিস্তানের আইনসভায় হারাম হবার কথা ছিল না। পাকিস্তানী শাসকগণ বাংলাভাষা বলার অপরাধে ইসলামের অপব্যবহার করে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের অপাপবিদ্ধ সালাম, বরকত সহ বাঙালি নর নারীগণকে হত্যা করেছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ইসলামের নামে পাকিস্তানের কলঙ্কিত অস্তিত্বের অভিনব অভিব্যক্তি। ১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল আহমদ সেলিম নামে জনৈক স্বনামধন্য পাকিস্তানের পাঞ্জাবি কবি "সদা জিও

বাংলাদেশ” শীর্ষক কবিতা (করাচি, আওয়ামি আওয়াজ উর্দূ পত্রিকা) লেখার অপরাধে ৬ মাস কারাবাস শাস্তি পেয়েছিলেন । ইহা কি ঠিকাদারদের ধর্ম প্রচারের নমুনা?
ইসলামের পবিত্র নামকে পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ বার বার অনেকবার কলঙ্কিত করার পর পাকিস্তান সন্ত্রাসের প্রসূতি ভূমি রূপে নিন্দিত হয়েছে বিশ্বসভায় । আজ ২০০৮ সালের ২৮শে নভেম্বরে মুম্বাইয়ের রক্তাক্ত প্রান্তরে উচ্চারিত হয় পাকিস্তানী সন্ত্রাসীদের নাম । ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত পাকিস্তান ইসলাম ধর্ম রক্ষার নামে মোট ৩০ লক্ষ ভিন্ন বয়সী, ভিন্ন ধর্মের নর নারী ও শিশু হত্যা করেছে । রক্তপিপাসু পাকিস্তানি ভন্ডদের খপ্পরে কি পবিত্র ইসলাম ধর্ম?

স্রষ্ঠার সৃষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ আদমের জাতিকে হত্যা করা অমানবিক মহা পাপ । ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ধর্ম । বিনম্র ও সদাচারি হয়ে ধর্মকে না মানলে কার ও কোন ক্ষতি হয় না । জিতেন্দ্রীয় মানুষ - মানবী না হয়ে ধর্মের নামে রক্ত গঙ্গা রচনা করে আজ মানুষ ধর্মের জন্য পশুর চেয়ে ও ভয়ঙ্কর প্রানীতে পরিনত হয়েছে । আজকের সন্ত্রাস ও কলেরার মতো মহামারি রোগে পরিনত হয়েছে । ধর্মের জন্য দেশ ভাগ হওয়ার পর ও যে তিমিরে ছিল, আজ ও সেই তিমিরে । সন্ত্রাসের রক্তাক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে পৃথিবী । বসুন্ধরার বুকে সন্ত্রাসের রক্তাক্ত প্রদাহ । রাতারাতি পরম করুনাময় আল্লাহ আমাদের মানবজাতিকে শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের জন্য সৃষ্ঠি করলে সুন্নি, শিয়া, ওয়াবি, ইসমাইলি ইত্যাদির পরিভাষা কি? মুসলমান কে? কবি নজরুল ইসলাম ভাষায়, “খোদার প্রেমে শরাব পিয়ে ।” খোদা টা কিন্তু ভুল, ‘আল্লার মহব্বতে’ লিখে হারামকে হালাল করার কায়দা আছে । মুম্বাই মহানগরী বা বাংলা দেশে আমরা মুসলমান নই বলে কি মরে যাবো? ঘরে বাইরে মৌলবাদী মুসলমানদের যন্ত্রনায় আমরা কি মনের ভাব পত্রিকায় লিখে প্রকাশ করতে পারবো না? আমরা যদি মিথ্যা হই, আল্লাহ বা গড ও মিথ্যা । “আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও ।” ধর্মের নামে সেনা বাহিনী প্রতিষ্ঠা না করে মনে লোভ দ্বেষ ও মোহকে জয় করাই ধর্ম ।
আমরা ইচ্ছা করে হিন্দু বা মুসলমান ঘরে জন্ম নিতে পারি না । বিগত ১৪শত ২৭ বছরে আল্লাহ সব মানব সন্তানকে মুসলমান করেননি । সত্যের উদগাতা নজরুল ইসলাম “মানুষের চেয়ে নহে কিছু বড়, নাই কিছু মহিয়ান” লিখে ও জাতীয় কবি হয়েছেন । শ্যামা সঙ্গীত লিখলে ও মুসলমানের পাপ হয়? আইনের চোখে সবাই সমান । সদালাপে সম্প্রতি লেখক রায়হান সাহেব তাঁর লেখা “ধর্ম ও বিজ্ঞান, পর্ব ১ লিখেছেন, “ব্যাপারটা যদি এতটাই সহজ হত তাহলে ইহুদি, খ্রিষ্ঠান, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও শিখরা তাদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যেই ইতিমধ্যে হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করে ফেলতেন ।”   আকাশ পাতাল সব কোরানের আগে ও ছিল, আছে এবং থাকবে । ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে বলে সব কথা বিচার বিবেচনা না করে বিশ্বাস না করার কথা বুদ্ধবাণীর ”কালাম সূত্রে” (অঙ্গুত্তর নিকায়, সূত্র পিঠক) বিরাজমান । কিন্তু কোরান শরীফে বৈজ্ঞানিক দৃষ্ঠিভঙ্গি থাকার কথা নয় । কারন ইহা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ।   দেশে হিন্দু মা - বোনদের (নারীগণের) কপালে সিন্দুর দেবার অধিকার সম্বন্ধে

লিখেছি বলে বিগত সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে মোঃ আখতার হুসাইন আমাকে দৈহিক আক্রমন করার কথা সদালাপে লিখে "অমুসলমান অত্যাচার আবেগের গায়ের ঝাল" তিল তিল করে মিঠিয়েছেন । ইসলামের নাম দিয়ে সভ্য সমাজে অসভ্য ব্যক্তিরা এতো নির্মম । মুসলমান না হলে অমুসলমানগণ কি মানব সন্তান নন? তারপর মোঃ গোলাম মুস্তাফা ও মুশফিক প্রধান দল বেঁধে মৌলবাদী কায়দায় আমাকে আক্রমন সহ (হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান পরিষদ, বন্দে মাতরম, সর্বভারতীয় অনৈসলামীক মতবাদ সমূহ) আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যে আঘাত করে "জাতে মাতাল, তালে ঠিক" (মুঃ গোলাম মুস্তাফা) গালাগাল দিয়ে সদালাপে দিনের পর দিন মৌলবাদী আক্রমন করেছেন । সভ্য সমাজে সদালাপে এমন কান্ড আজ ও চলছে । কোরানের নাম দিয়ে আশরাফুল মাকলুকাতকে হিংসা করা নৈতিক অপরাধ ।

জনাব রায়হান তো সব জান্তা নন । অহমিকার অন্ধকারে মানবতার আলো দেখতে পাবেন না । ধর্ম হচ্ছে জীবনযাত্রার প্রণালী নিজে বাঁচা এবং অন্যদের সুখে বাঁচতে দেয়ার পন্থা । শান্তমনে আপনার নিজের লেখা আবার পড়বেন । কোথায় ভুল করেছেন তখন বুঝতে পারবেন । তর্ক বা বিতর্কে মেজাজ গরম ছাড়া কাজের কাজ কিছু হয় না । ধর্মে বিশ্বাস আছে, বিজ্ঞানে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গবেষনা চলে বছরের পর বছর । অমুসলমান ডাক্তারগণ, বৈমানিক (পায়লটেরা) ইন্‌জিনিয়ার ও কম্পিউটার ইনজিনিয়ার কোরাণ শরীফ পড়েন না । সব ব্যাপারে সকল মানুষের সমান অধিকার আছে । লেখকের কাছে আমার প্রশ্ন, "রায়হান সাহেব! আপনি কি গৌতমবুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের পটিচ্চ সমুপ্পাদ (প্রতীত্য সমুৎপাদ বা কার্য কারন নীতি) পড়েছেন?" নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠতম বলার সময় নিম্নলিখিত লেখাটি পড়বেন:

Darwin's Theory of Evolutions is scientific but Mr. Raihan could not accept it for the Qur'an. He wants pure science for his religion. There is no doubt in faith or religion. But pure science begins with doubt and questions. All civilizations lost in time. Is the Qur'anic civilization lasts forever? We have to respect every human being and God (Allah) resides in his or her minds. Every religious holy text bears references for modern day science. Mr. Raihan writes continue in the Shodalap that there are many scientific references in the Holy Qur'an and demands its best place in science. Alvin J. Schmidt's The Great Divide : The failure of Islam and the Triumph of the West. "God loves just dealers (Qur'an 60: 8)".

He (Mr.Raihan)demanded that no religions including Buddhism could compare with Raihan's holy Qur'an relating to science. All religious holy books including the Qur'an are for mankind. It is remarkable that the triumph over prejudice and ignorance is a triumph for us all. We have to respect all religions. No body could divide humanity in the name of religion. During the 10th and 13th centuries, Buddhism in South Asia was eclipsed by foreign invaders and terrorists while political turmoil and racist war wiped out Buddhist universities and communities.

Relating to Mr. Raihan's explanation "science in Qur'an" You must have faith in Qur'an. Science, its inventions and scientific formulas are always in a state of flux. The Qur'an has dogmatic view relating to Allah. As an example Newton's theories did not work well with the latest experiments, until Albert Einstein and Plank proposed the Quantum

theory. Islam is a faith to believe but Science is not believing in anything 100% and twisting facts and observations to correlate with several Qur'anic (Koranic) verses. The Qur'an is dogmatic that coerces blind belief in 'revelations' can never claim to be Scientific, for the basis of **Science is doubt. There are conflicts between the Qur'anic verses and Darwin's theory of Evolutions.**

"Where ever ye turn, there is the presence of Allah (Sura al- Baqara, 115)." Buddha said, "Everything is made from the Mind.(Avatamsaka Sutra, Chapter 20)." Buddhism invites anyone to come and see for himself (herself) and permits him (her) to accept those facts which agree with reason, logic and truth. Buddhism welcomes criticism and testing.

The Buddha taught us in his Discourse (Kalama Sutra) as the systems of modern science, "(1) Be not led by reports (2) Be not let by traditions (3) Be not led by hearsay (4) be not led by authority of texts (5) be not led by mere logic (6) be not let by inference (7) be not let by considering appearances (8) be not led by the agreement with a considered and approved theory (9) be not led by seeming possibilities and (10) be not led by the idea *this is our guru or teacher.* But O Kalamas (a community of a part of ancient India), when you know for yourselves that certain things are unwholesome and wrong and bad, then give them up…And when you know for yourselves that certain things are wholesome and good, then accept them and follow them."[5] Mr. Raihan may find in Yahoo "Buddha and Einstein" and "Buddhism and Science" for more information which is more than his best religion.

----

[5] W.Rahula, *What the Buddha taught*, p.3